মান্ধাতা আমলের ভর্তি পদ্ধতির আড়ালে কোটি টাকার বিজনেস

রাজশাহী অফিস

রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষাকে ঘিরে বছরের পর বছর ধরে চলছে কোটি টাকার বিজনেস। ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার ক্ষেত্রে মান্ধাতা আমলের পদ্ধতি টিকিয়ে রেখে বাণিজ্য করছেন এখানকার শিক্ষক, অফিসার এবং ইউনিভার্সিটি প্রশাসন। এ পদ্ধতির বিরুদ্ধে সুধী মহল, শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক এবং অধিকাংশ ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে আপত্তি জানালেও এ বিষয়ে নীরব ইউনিভার্সিটি প্রশাসন। নানা টালবাহানা দেখিয়ে অর্থ আদায়ের এ রেওয়াজটি প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। সাম্প্রতিক দুটি বছরে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং ভর্তি জালিয়াতির বিষয়সহ সার্বিক ভোগান্তির কথা বিবেচনায় এনে পদ্ধতি পাল্টানোর কথা উঠলেও তা করা যায়নি শিক্ষকদের অনীহার। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ভিসি ও ভর্তি কমিটির সভাপতি প্রফেসর ড. এম আলতাফ হোসেন শনিবার যায়যায়দিনকে বলেছেন, ভর্তি ফরম বিক্রি থেকে আয়কৃত টাকার শতকরা ১৫-২০ ভাগ ইউনিভার্সিটির ভর্তি কমিটির কাছে জমা পড়ে। বাকি টাকা থেকে ভাগ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ রেখে দেয়। এ টাকাগুলো কি কি খাতে ব্যয় করা হয় চানতে চাইলে তিনি বলেন, ইউনিভার্সিটির সেন্ট্রাল ভর্তি কমিটির কাছে জমা পড়া টাকা ব্যয় হয় গাড়ির তেল খরচ, ভর্তি পরীক্ষার সময় বিশেষ ট্রাফিকিং ব্যবস্থাসহ সার্বিক তদারকির কাজে। এরপরও যদি টাকা বেচে যায় সেগুলো ভর্তি কমিটি জমা দেয় ইউনিভার্সিটির ফান্ডে। আয়কৃত বাকি টাকা ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো।

জানা যায়, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮৬ সাল থেকেই বিভাগ ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরে প্রায় ১০ বছর চলে ইউনিট ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা। ইউনিভার্সিটির প্রবীণ শিক্ষক অফিসাররা বলছেন, যখন ইউনিট ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা চালু ছিল তখন শিক্ষার্থীরা কয়েক দিনেই পরীক্ষা শেষ করে ফেলতো। ভর্তি ফরমও নির্দিষ্ট কয়েকটি তুললেই হতো। থাকা-খাওয়াসহ নানা খরচের ঝামেলায় পড়তে হতো না শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের। ভর্তি জালিয়াতির খবরও শোনা যায়নি। ১৯৯৬ সালে যখন ফের বিভাগ ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয় তখন

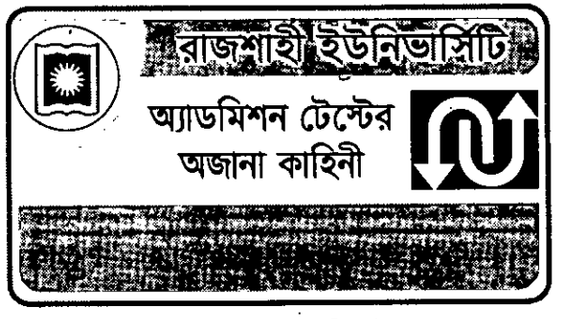

এর পক্ষে জোরালো মতামত ব্যক্ত করা হয়েছিল এই বলে যে, এতে প্রকৃত মেধাবীদের বাছাই করা সহজ হবে।

জানা গেছে, মেধাবী খোজার নাম করে প্রভাবশালী শিক্ষকদের জোরালো মতামতে চালু হওয়া বিষয় ভিত্তিক পদ্ধতির অন্তরালে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে আর্থিক বিষয়টি। ইউনিভার্সিটির প্রশাসনের দায়িত্বে থাকা একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং বেশ কয়েকজন শিক্ষক এ প্রতিবেদককে জানান, মূলত শিক্ষকদের আগ্রহের কারণেই বিষয় ভিত্তিক পদ্ধতিটি আবার বহাল রাখা হয়েছে। এর নেপথ্য কারণ হলো কোটি টাকার বাণিজ্য। প্রতি বছর তুলনামূলকভাবে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষায় প্রতিযোগিতার সংখ্যা প্রায় তিন লাখের কাছাকাছি দাড়ায়। এবারো ফরম বিক্রি হয়েছে ২ লাখ ৮৪ হাজার। মার্কেটিং বিভাগে সর্বোচ্চ ১৭ হাজার ৪৪২টি এবং মিউজিক অ্যান্ড ড্রামাটিক্স বিভাগে বিক্রি হয় সর্বনিম্ন ৪৩৪টি। ফরম বিক্রি বাবদ এবার ৮টি ফ্যাকাল্টির অধীনে ৪৮টি ডিপার্টমেন্ট (ফরম প্রতি ১০০ টাকা করে) আয় করেছে ২ কোটি ৮৪ লাখ টাকা।

আগামীকাল সোমবার থেকে শুরু হওয়া ভর্তি পরীক্ষায় গাড়ি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি, তেল খরচসহ আরো বিভিন্ন খাতে এই টাকার শতকরা ২০ ভাগ হিসেবে ৫৬ লাখ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করবে। আর ৪৮টি বিভাগ ব্যয় করবে বাকি টাকা। বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানরা জানান, আয়কৃত টাকার শতকরা ৮০ ভাগ তারা ব্যয় করেন পরীক্ষা গ্রহণ, খাতা দেখা, রেজাল্ট প্রকাশ, প্রশ্নপত্র তৈরি, সিট প্ল্যানসহ বিভিন্ন খাতে।

ইউনিভার্সিটির গুরুত্বপূর্ণ একটি দফতরের প্রধান নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, ভর্তির এ টাকাগুলো তারা নগদে গ্রহণ করে। কৌশল হিসেবে তারা ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রহণ করছে না অডিটের মতো ঝামেলা এড়াতে। ফলে এগুলো থেকে যায় অডিটের বাইরে। এক হিসাব মতে দেখা গেছে, মোট ১২ দিনে ৪৭টি বিভাগের পরীক্ষা গ্রহণ, খাতা দেখা, শিক্ষক-কর্মচারীদের পারিশ্রমিক মোটা অঙ্কের প্রদান করার পরও সব খরচ বাদে সর্বোচ্চ ৩০ লাখ টাকার বেশি কোনোভাবেই ব্যয় হওয়ার কথা নয়। অথচ এ টাকাগুলোর হিসাব নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই।

যায়যায়দিন
তারিখ ... 12 NOV 2007 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২